যুক্তরাষ্ট্র এভিয়ান ফ্লু প্রস্তুতির জন্য ৩শ' ৮০ কোটি ডলার বরাদ্দ করেছে

ওয়াশিংটন, ৫ই এপ্রিল -- এভিয়ান ফ্লু হুমকি মোকাবেলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মিলে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের 'ব্যুরো অব ওশান্স এন্ড ইন্টারন্যাশনাল এনভায়র্নমেন্টাল এন্ড সাইন্টিফিক অ্যাফেয়ার্স'-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর গতকাল (মঙ্গলবার) এক তথ্যপত্র প্রকাশ করেছে।

ওই তথ্যপত্র অনুসারে বর্তমানে পাখির মধ্যে উচ্চ মাত্রার প্যাথোজেনিক এইচ৫এনওয়ান ভাইরাসের যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে তা সব মহাদেশেরই মানুষের শরীরে ইনফ্লুয়েঞ্জা হিসেবে দেখা দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর ফলে বিশ্ব স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও সামাজিকভাবে এর পরিণতি মারাত্মক হতে পারে বলে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছ।

তথ্যপত্রে বলা হয়েছে যে দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এভিয়ান ফ্লু ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের হুমকি মোকাবেলায় জরুরী অর্থায়নে যুক্তরাষ্ট্র ৩শ' ৮০ কোটি ডলার বরাদ্দ করেছে।

তথ্যপত্রটি নিম্নরূপ:

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বলেছেন, "এই ভাইরাসকে মোকাবেলা করা না হলে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম মহামারী হিসেবে এটি দেখা দিতে পারে। আমরা তা হতে দিতে পারি না।"

বর্তমানে পাখির মধ্যে উচ্চ মাত্রার প্যাথোজেনিক এইচ৫এনওয়ান ভাইরাসের যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে তা সব মহাদেশেরই মানুষের শরীরে ইনফ্লুয়েঞ্জা হিসেবে দেখা দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর ফলে বিশ্ব স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও সামাজিকভাবে এর পরিণতি মারাত্মক হতে পারে বলে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বেগ

প্রকাশ করেছ। দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এভিয়ান ফ্লু ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের হুমকি মোকাবেলায় জরুরী অর্থায়নে যুক্তরাষ্ট্র ৩শ' ৮০ কোটি ডলার বরাদ্দ করেছে।

বিশ্বব্যাপী সমস্যা

এ পর্যন্ত প্রায় ৫০টি দেশে পাখির মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার এইচ৫এনওয়ান ভাইরাসের লক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। এর মধ্যে ২৮টি দেশ চলতি বছরের প্রথম থেকেই এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব মতে, এই রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ২শ' এবং মৃতের সংখ্যা একশ' ছাড়িয়ে গেছে।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা মাঝে মধ্যে পাখি থেকে মানুষের মাঝে ছড়িয়েছে; তবে মানুষ থেকে মানুষে এই ভাইরাস সঞ্চারিত হওয়ার কোন প্রমাণ এখনো মেলেনি। মানুষের জন্য কোন কার্যকর টিকা এখন পর্যন্ত অনুমোদিত হয়নি।

আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব

প্রেসিডেন্ট বুশ ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এভিয়ান ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের উপর 'ইন্টারন্যাশনাল পার্টনারশীপ'-এর ঘোষণা করেন। ঐ ঘোষণার লক্ষসমূহ হচ্ছেঃ

- জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্যসূচীতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার বিষয়টি তুলে ধরা।
- আক্রান্ত দেশসমূহের ও দাতাদের প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধন।
- সম্পদ সংগ্রহ ও তার ব্যবহারের জন্য একত্র করা।
- এই রোগের বিষয়টি জানাতে এবং তা পর্যবেক্ষণের মানে স্বচ্ছতা বাড়ানো।
- কোন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ সনাক্ত, ধারণ ও প্রতিরোধে স্থানীয় সক্ষমতা সৃষ্টি।

গত অক্টোবর মাসের ৬ ও ৭ তারিখে ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে 'পার্টনারশীপ'-এর প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ঐ বৈঠকটি আয়োজন করে। ৮৮টি দেশের পররাষ্ট্র দফতরের শীর্ষ কর্মকর্তাগণ ছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এবং বিশ্ব প্রাণী স্বাস্থ্য সংস্থাসহ আরো আটটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ ঐ বৈঠকে অংশ নেন।

এভিয়ান ফ্লু ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রাধিকার খাতসমূহ সনাক্ত করতে অধিকতর সহযোগিতার জন্য অংশগ্রহণকারী দেশ ও সংস্থাসমূহ এক সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করে।

ঐ বৈঠকে তিনটি সাধারণ খাত নিয়ে আলোচনা করা হয়। খাতগুলো হচ্ছে -- পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধ; প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও যে সব এলাকায় এই রোগ দেখা দেবে সেখানে এর প্রতিরোধে কাজ করা এবং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাবে বাধা দান।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যাকশন গ্রুপ

'প্রেসিডেন্ট'স ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি' এভিয়ান ফ্লু ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ প্রতিরোধে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা সমন্বয়ে মূল ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরকে। পররাষ্ট্র দপ্তর গত মার্চ মাসে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যাকশন গ্রুপ গঠন করেছে যা স্বাস্থ্য ও মানব সেবা দপ্তর, কৃষি, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি, প্রতিরক্ষা, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং এভিয়ান ফ্লু ও ইনফ্লুয়েঞ্জার সাথে সম্পৃক্ত পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্তর্জাতিক অন্যান্য সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করছে।

আক্রান্ত দেশসমূহের জন্য সহায়তা

গত জানুয়ারি মাসে বেইজিং-এ আন্তর্জাতিক দাতাদের এক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশ্বব্যাপী এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা মোকাবেলায় ১শ' ৯০ কোটি ডলার প্রদানের অঙ্গীকার করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ৩৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যা জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, রোগ নির্ণয় এবং গবেষণাগারের দক্ষতা বাড়ানো, সংরক্ষণমূলক যন্ত্রপাতির মজুদ, যোগাযোগ ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে বহিঃবিশ্ব কর্মসূচীর তহবিল যোগাতে সহায়তা করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি

প্রেসিডেন্ট বুশ গত বছরের ১লা নভেম্বর এই রোগের বিরুদ্ধে তার জাতীয় কর্মকৌশল প্রকাশ করেন। বিশ্বব্যাপী এই রোগ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে রক্ষা করতে সরকারের সামর্থ্য জোরদার করার জন্য এই পরিকল্পনা গহেণ করা হয়। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য মেটাতে ঐ কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে --

- পৃথিবীর যে কোন স্থানে মানুষ বা প্রাণীর শরীরে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্ত করা।

- নতুন টিকা উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি টিকা ও এই রোগের প্রতিরোধক ওষুধ মজুত করে দেশবাসীকে রক্ষা করা।
- যুক্তরাষ্ট্রে কোন এভিয়ান ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিলে তা মোকাবেলায় ফেডারেল, রাজ্য বা স্থানীয় পর্যায়ে প্রস্তুতি গ্রহণ।

এই কৌশল বাস্তবায়ন করতে সরকারের সকল পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

বার্ড ফ্লু সংক্রান্ত আরো তথ্য ইন্টারনেটের

ঁংরহভড়.ংঃধঃব.মড়া/মর/মষড়নধষথরংঁবং/নরৎফথভষঁ.যঃসষ এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *এ যোগাযোগ করুন।*